সংবাদ

তারিখ 15 AUG 2016
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৫

যশোরে ৩৪০ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক নেই

যশোর অফিস

যশোর জেলায় তিনশ' চল্লিশটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে পদগুলো শূন্য থাকায় বিদ্যালয়ের কার্যক্রম পরিচালনা ও পাঠদানে প্রভাব পড়ছে। প্রধান শিক্ষক না থাকায় সহকারী শিক্ষকদের পাঠদানের পাশাপাশি দাফতরিক কাজে সময় বেশি দিতে হচ্ছে। ফলে বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে, যশোরের আট উপজেলায় মোট এক হাজার ২৮৫টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। এর মধ্যে ৩৪০টি বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে সদর উপজেলায় ৪৬টি, শার্শা উপজেলায় ২৬টি, মনিরামপুর উপজেলায় ৭২টি, বাঘারপাড়া উপজেলায় ৩৩টি, ঝিকরগাছা উপজেলায় ২৫টি, চৌগাছা উপজেলায় ৩০টি, কেশবপুর উপজেলায় ৩৬টি ও অভয়নগর উপজেলায় ৩২টি।এসব বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষকেরা ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করছেন। কেশবপুর উপজেলার মেহেরপুর, গোপসেনা, রঘুরামপুর, হাড়িয়াঘোপ, প্রতাপপুর মধ্যপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালযের প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। এ সব বিদ্যালয় পাঠদান কার্যক্রম চলছে দুই থেকে তিনজন শিক্ষক দিয়ে। যেখানে পাঁচ থেকে ছয়জন শিক্ষক প্রয়োজন।, একাধিক শিক্ষক জানান, বিদ্যালয়ের দাফতরিক কাজে প্রধান শিক্ষক বা ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষককে প্রায়ই উপজেলা সদরে যেতে হয়। এ সময় একজন শিক্ষকে একসাথে তিনটি শ্রেণীতে পড়াতে হয়। এতে করে কাস ঠিকমতো হচ্ছে না।এ ব্যাপারে যশোর জেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি মাসুদুর রহমান বলেন, প্রধান শিক্ষকদের মাসিক সভা, প্রতিবেদন তৈরি ও দাফতরিক কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়।

সহকারী শিক্ষকেরা শিক্ষার্থীদের পাঠদান করেন। প্রধান শিক্ষক না থাকলে বিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কাজ করে সহকারী শিক্ষকদের পক্ষে সঠিকভাবে পাঠ দান কঠিন হয়ে পড়ে। এ ছাড়া শিক্ষক সঙ্কটের কারণে তাদের অতিরিক্ত ক্লাস নিতে হয়। একজন শিক্ষকের পক্ষে আটটি ক্লাস নিয়ে সঠিকভাবে পাঠদান করা সম্ভব নয়। এতে শিক্ষাকার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। এ ভাবে চলতে থাকলে আগামী শিক্ষাসমাপনী পরীক্ষায় এর প্রভাব পড়বে। প্রধান শিক্ষকের শূন্য পদগুলোতে দ্রুত শিক্ষক নিয়োগের দাবি জানান তিনি। যশোর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার তাপস কুমার অধিকারী বলেন, বিদ্যালয়ে দাপ্তরিক ও অফিসিয়াল সব কার্যক্রম প্রধান শিক্ষক নিয়ন্ত্রণ করেন। প্রধান শিক্ষক না থাকায় বিদ্যালয়ের পাঠদানসহ সব কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। প্রধান শিক্ষক নিয়োগের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।